**ISSN 1605-2021**

লোকপ্রশাসন সাময়িকী
সপ্তদশ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০০, পৌষ ১৪০৭

# বাংলাদেশের বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাঃ রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার উপর একটি সমীক্ষা

মোঃ আসাদুজ্জামান *
নাসরীন জাহান জিনিয়া * *

**Problems of Private Registered Primary Schools in Bangladesh : A study on Pangsha Upazila of Rajbari District.**

Md. Asaduzzaman / Nasrin Jahan Jinia

**Abstract** : Education is an instrument of human capital formation, a vehicle of social transformation. A major determinant of development and socio-economic transformation is education. Education is the mainstay of national development. Since the beginning of human civilization education has been playing an effective role in social development. Man is the principal architect of development activities of a nation and education provides maximum support to make him perfect through flourishing a balanced combination of his personality and inherent qualities (Kamrunnesa: 1992: 9). A meaningful constructive life dedicated to the welfare of mankind should be his main mission. Only education can give him a right direction in this regard. Education can also be regarded as a driving force for self-development of a human being. It helps both male and female to play an active role in the uninterrupted peace of developmental programs of the country. And primary education undoubtedly the basic foundation of a nation. As a part, Non-government Registered Primary Schools are playing very important role to educate the nation. This research article attempts to analyze and explain the problems of Non-Government Registered Primary Schools in Bangladesh..

আজ এই যান্ত্রিক যুগের আধুনিক বিশ্বে চারিদিকে শুধু ধ্বনিত হচ্ছে শিক্ষার শ্লোগান। কখনো পত্রিকায়, কখনো বেতারে, কখনো বা জাতিসংঘে। নিরক্ষর

* সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
* * এমফিল গবেষক, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

মানুষের বোঝা নিয়ে জাতি আজ দিশেহারা। আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষের ফলে উন্নত বিশ্বের দেশগুলোতে শিক্ষা ব্যবস্থাপনা হয়েছে বৈজ্ঞানিক, বস্তুনির্ভর ও প্রগতিশীল। সুষ্ঠু শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই একটি জাতি হতে পারে সুশিক্ষিত। আর এর ফলেই সামগ্রিক মূল্যবোধের জাগরণসহ দেশ ক্রমাগত হতে পারে কল্যাণমুখী। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, এই সর্বমানবীয় কল্যাণ ও উন্নয়নের জন্য সুষ্ঠু ও আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম অত্যাবশ্যক।

শিক্ষা মানব জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলোর অন্যতম। শিক্ষা মানবদেহে আলোক স্বরূপ। শিক্ষা একটি প্রবহমান বিষয় যা কোন সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ থাকে না। মাস, বছর, যুগ পেরিয়ে শিক্ষা এগিয়ে চলে জীবনের গতিধারাকে অনুসরণ করে। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। এর দ্বারা একটি জাতির উন্নয়নের মান নির্ণয় করা যায়। জাতীয় উন্নয়নের মানদন্ড শিক্ষা। শিক্ষায় যে জাতি যত উন্নত সভ্যতার ইতিহাসে সে জাতির ইতিহাস তত গৌরবময়। মানুষকে সভ্য করে তুলবার একমাত্র উপায় হলো শিক্ষা। অর্থনীতির ভাষায় শিক্ষাকে বিনিয়োগ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে এবং মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষাকে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। মানুষের মধ্যে মানবিক গুণাবলীর উন্মেষ ঘটিয়ে মনুষত্ব্যের বিকাশ ঘটায় শিক্ষা। সেই সঙ্গে তা মানুষের বহির্জীবনের ধারাকে সুষ্ঠুরূপে গড়ে তোলে। তাই প্রত্যেক অভিভাবকই তার সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য, সন্তানদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ ঘটাবার জন্য এবং সর্বোপরি সৎ, যোগ্য, সভ্য ও আদর্শবান মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য স্কুলে পাঠান। আর এই শিক্ষার অগ্রযাত্রায় প্রথম সোপান হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা।

প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিক্ষা জীবনের সূতিকাগৃহ, সকল শিক্ষার ভিত্তি এবং এই ভিত্তির যথাযথ সংগঠনের উপর পরবর্তী শিক্ষাধাপগুলোর উন্নতি ও ধারাবাহিকতা বহুলভাবে নির্ভরশীল। বাংলাদেশ বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের অন্যতম যার আয়তন ১,৪৮৩৯৩ বর্গ কিঃ মিঃ। প্রতি বর্গ কিঃ মিঃ ৭৪০ জন লোকের বাস।

দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৪.৮২% শিক্ষিত এবং মাথাপিছু বাৎসরিক আয় ২৮০ মার্কিন ডলার। এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে সুদৃঢ় আর্থ-সামাজিক ভিত্তিতে দাঁড় করাতে শিক্ষার মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ছাড়া কোন বিকল্প নেই। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, আমরা এখনো একটি সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম পাইনি। পাইনি কোন বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি। অথচ বাংলাদেশ সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে সমাজের প্রয়োজনের সাথে সংগতিপূর্ণ করে একটি গণমুখী সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও বাস্তবে এর কোন চিত্র সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়নি। চলমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সবার জন্য অভিন্ন সুযোগ নেই। এখানে বিরাজ করছে চরম বৈষম্য এবং নৈরাজ্য। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত, ঘুণেধরা। বর্তমান প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব অবস্থা পর্যাবেক্ষণ করে একে দুরারোগ্য ক্যান্সারাক্রান্ত বলাই শ্রেয়।

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার একদিকে যেমন আছে পরিবর্তনের অন্যদিকে আছে অপরিবর্তনের। পরিবর্তন যা ঘটেছে তার সিংহভাগ ঘটেছে সামাজিক পরিবর্তনের হাত ধরে। কোন পূর্ব পরিকল্পনার অংশ হিসাবে নয়। চেয়েছি বলে নয়। ঠেকাতে পারিনি তাই। যেমন-প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। যেখানে ব্যবস্থা আছে ১০ জনের সেখানে ভিড় করছে ১০০ জন। এই বাস্তব অবস্থাকে মোকাবেলা করার জন্য এবং শিক্ষার আলো দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেয়ার জন্য সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পাশা-পাশি বে-সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। হাজারো সমস্যায় জর্জরিত এই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে চলছে নোংরা রাজনীতি, স্বজনপ্রীতি। সমাজ কাঠামোর উপরের স্তরের মানুষদের নোংরা রাজনীতি কিংবা স্বজনপ্রীতির কারণে হাজারো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আজ অস্তিত্বের লড়াইয়ে কোন রকম টিকে আছে।

## গবেষণার উদ্দেশ্য ও গবেষণা পদ্ধতি

মানব সভ্যতার ইতিহাস প্রমাণ করেছে যুগে যুগে দেশে দেশে শিক্ষা মানুষকে সত্যিকার মর্যাদা দিয়েছে, তার জীবনকে করেছে অর্থপূর্ণ। শিক্ষা মানুষের

জীবনে যে সমৃদ্ধি আনে তা বহু মাত্রিক। শিক্ষার সাহায্যেই সমাজের দাবির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মানব সত্ত্বার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ ঘটে। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে শিক্ষা একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি পেলেও শিক্ষার প্রাথমিক স্তর হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার উপর সরকারের তেমন গুরুত্ব লক্ষ্য করা যায় না। বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা আরো করুণ। আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশের রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন পর্যায়ে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা। সমস্যাগুলোর ধরন বিশ্লেষণ করাও এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য। পাশাপাশি বাস্তবসম্মত সুপারিশমালা প্রদান করাও এ গবেষণার উদ্দেশ্য।

এই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য মূলত প্রাথমিক উৎস (Primary Source) থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। Secondary source থেকেও কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। Primary Source থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য মূলত Pilot test ছাড়াই ২০টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি Formal প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার পদ্ধতির মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণা কর্মটি পরিচালনা করার জন্য রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলাকে বেছে নেয়া হয়েছে। পাংশা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম একটি উপজেলা যা আয়তনে বাংলাদেশের মেহেরপুর জেলা এবং জনসংখ্যায় স্বাধীন সার্কভুক্ত মালদ্বীপের জন্যসংখ্যার সাথে তুলনীয়। মূলত এ কারণেই পাংশা উপজেলাকে গবেষণা এলাকা হিসাবে বাছাই করা হয়েছে। পাংশা উপজেলার মোট ৭২টি বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে দৈবচয়নের মাধ্যমে মোট ১০টি স্কুলকে গবেষণা পরিচালনার জন্যে বাছাই করা হয়েছে। উক্ত গবেষণা এলাকায় সমাজের বিভিন্ন স্তরের মোট ৬০জন ব্যক্তিকে দৈবচয়নের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়েছে এবং প্রত্যেকের কাছ হতে প্রশ্নপত্র পূরণের মাধ্যমে তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। ৬০ জনের নমুনাকে বিশেষীকরণের মাধ্যমে ৮টি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। সমীক্ষাধীন ১০টি স্কুলের নাম এবং শ্রেণীভেদে ৬০জন মতামত প্রদানকারীর তালিকা সারণী ১-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো ঃ

## সারণী ১। জরিপকৃত স্কুলসমূহের তালিকা

| ক্রমিক নং | স্কুলের নাম | ইউনিয়নের নাম | প্রতিষ্ঠার সন | জমির পরিমাণ | শিক্ষকের সংখ্যা | ছাত্র | ছাত্রী | মোট |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ | পার ভেল্লাবাড়ীয়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিঃ | যশাই | ১৯৮৫ | ৩৩ শতাংশ | ৪ জন | ২৬৫ | ২২৯ | ৪৮৫ |
| ২ | হাবাস পুর পশ্চিম পাড়া রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিঃ | হাবাসপুর | ১৯৮০ | ৩৩ শতাংশ | ৪জন | ১০৮ | ১১২ | ২২০ |
| ৩ | কৃষ্ণপুর মোল্লা আফতাব উদ্দীন রেজিঃ বেসরকারী প্রাঃ বিঃ | বাহাদুরপুর | ১৯৮৪ | ৪৫ শতাংশ | ৪জন | ৫৪ | ৫৯ | ১১৩ |
| ৪ | রঘুনন্দনপুর বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ | হাবাসপুর | ১৯৮৪ | ৪৫ শতাংশ | ৪ জন | ৮৮ | ৭৫ | ১৬৩ |
| ৫ | কাঞ্চনপুর বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ | যশাই | ১৯৮৩ | ৩৩ শতাংশ | ৩ জন | ১৭৫ | ১৫১ | ৩২৬ |
| ৬ | গঙ্গানন্দদিয়া বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ | হাবাসপুর | ১৯৭০ | ৩৮ শতাংশ | ৪ জন | ১৩৭ | ১১৩ | ২৫০ |
| ৭ | কাজী মোতাহার ও আমানত আলী বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ | বাহাদুরপুর | ১৯৮০ | ৩৩ শতাংশ | ৪ জন | ১২৯ | ১১৪ | ২৪৩ |
| ৮ | হাবাসপুর উত্তর পাড়া বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ | হাবাসপুর | ১৯৮০ | ৩৯ শতাংশ | ৪ জন | ১৭৬ | ১৯৬ | ৪৫২ |
| ৯ | কবি নজরুল বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ | যশাই | ১৯৮৮ | ৩৩ শতাংশ | ৪ জন | ১৪২ | ১২০ | ২৬২ |
| ১০ | ভট্টাচার্য্য পাড়া বেসরকারী রেজিঃ প্রাঃ বিঃ | বাবু পাড়া | ১৯৮৬ | ৩৩ শতাংশ | ৪ জন | ৯০ | ১০৩ | ১৯৩ |

সারণী ২-এ মতামত প্রদানকারীরদের তালিকা দেয়া হল। সারণী অনুসারে ৬০জন মতামত প্রদানকারী মধ্যে ১০জন সরকারী কর্মকর্তা যেমন, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা অফিসার ও সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার (৩জন) প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা, উপজেলা স্ট্যাটিসটিক্যাল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কর্মকর্তা, উপজেলা হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা ও সহকারী কমিশনার (ভূমি)।

সারণী ২। মতামত প্রদানকারীদের তালিকা

| ক্রমিক নং | উত্তরদাতার শ্রেণী | সংখ্যা |
|---|---|---|
| ১ | উপজেলা পর্যায়ে সরকারী কর্মকর্তা | ১০ জন |
| ২ | সভাপতি, স্কুল ব্যভস্থাপনা কমিটি | ১০ জন |
| ৩ | সদস্য, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি | ১০ জন |
| ৪ | স্কুল শিক্ষক | ০৫ জন |
| ৫ | উপজেলা পর্যায়ে রাজনীতিবিদ (Political Elite) | ০৫ জন |
| ৬ | প্রভাবশালী ব্যবসায়ী (Business Elite) | ০৫ জন |
| ৭ | উচ্চ শিক্ষিত মহিলা | ০৫ জন |
| ৮ | অভিভাবক | ১০ জন |
| মোট | | ৬০ জন |

### গবেষণার সীমাবদ্ধতা

এই গবেষণা কর্মটি রাজবাড়ী জেলার পাংশা উপজেলার ৪টি ইউনিয়ন পরিষদের মোট ১০টি বে-সরকারী রেজিঃপ্রাথমিক বিদ্যালয়ের উপর পরিচালনা করা হয়েছে। সঙ্গত কারণেই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফল প্রাথমিকভাবে পাংশা উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যই প্রযোজ্য। তারপরও বাংলাদেশের বিভিন্ন উপজেলার বিরাজমান প্রাথমিক শিক্ষার বাস্তবতার সাথে প্রাপ্ত ফলাফলের (Findings) সম্পৃক্ততা অস্বীকার করা যাবে না।

## প্রাথমিক শিক্ষা: তাত্ত্বিক কাঠামো

শিক্ষা মানুষের মৌলিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার। এ অধিকার আদায়ের জন্য মানুষ হিসেবে সকল প্রকার দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের জন্য প্রয়োজন সঠিক যোগ্যতা। এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য দৈহিক, মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও গুণাবলী তথা ব্যক্তির অভ্যন্তরীণ শক্তির, প্রতিভার উন্মেষ ও বিকাশ সাধনের যে নিরলস প্রচেষ্টা শৈশবকাল থেকে চলে তাই শিক্ষা। আক্ষরিক দিক হতে শিক্ষা কথাটির অর্থ বাড়নে সাহায্যকরণ, লালন পালন করা, প্রশিক্ষণ দেয়া ইত্যাদি। ইংরেজী কবি JHÖN MILTON এর ভাষায়, "Education is a continuous process through which mental, physical, and moral training is provided for new generation who also aquire their ideas and culture through it" (আহসান, ১৯৯৭)।

অর্থনীতিবিদ Adam Smith এর ভাষায় শিক্ষা হলো "Education is one of the component of fixed capital just like machine. A man educated at the expenses of much labour and time of those employments which require extraordinary dexterity and skill may be compared to one of those expensive machine" (Smith,1957). The World Book of Encyclopedia-তে শিক্ষাকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে এভাবে-"Education is the process by which people acquire Knowledge, skills, habits, values or attitudes. The word eduation is also used to describe the results of the educational process. Education should help people become useful members of society. It should help them develop on appreciation of their cultural heritage" (The World Book of Encyclopedia, Vol. E-P-84)।

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদ Prof. H. H. Horne বলেন, "Education is the eternal process of superior adjustment of the physically

and mentally developed free and conscious human being to God as manifested in the intellectual, emotional and volitional environment of man" (লোকমান, ১৯৯২)। অর্থাৎ শিক্ষা হচ্ছে শারিরীক মানসিক দিক দিয়ে বিকশিত ও মুক্ত সচেতন মানব সত্ত্বাকে স্রষ্টার সঙ্গে উন্নতভাবে ও ঐচ্ছিকভাবে সমন্বিত করার একটি চিরন্তন প্রক্রিয়া যেমনটি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত রয়েছে মানুষের বুদ্ধির দিক, আবেগগত ও ইচ্ছা সম্বন্ধীয় পরিবেশে। মানুষের অন্তর্নিহিত গুণাবলিকে স্ফূরিত, নির্গরিত ও নিয়ন্ত্রিত করে জীবনের নানা প্রয়োজনে তাকে উক্ত গুণগুলো প্রয়োগ করার শক্তি ও নৈপূণ্য দান করাই শিক্ষা। এই বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা যাতে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত হয় তার জন্য যে ব্যবস্থাদি নেওয়া হয় তা হচ্ছে শিক্ষা প্রক্রিয়া। এ প্রক্রিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর থেকেই শুরু হয়। বাঞ্ছিত পথে শিশুর শারিরীক, মানসিক, নৈতিক ব্যবহারের এই প্রক্রিয়া শিক্ষা জীবনে যে পরিবর্তন আনে তা তাকে ধীরে ধীরে উন্নত জীবন যাপনে সাহায্য করে ও সমাজে স্ব-নির্ভর নাগরিক রূপে বসবাস করার যোগ্যতা দান করে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৭নং অনুচ্ছেদে একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, "রাষ্ট্র একই পদ্ধতির গণমুখী ও সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন" {অনুচ্ছেদ ১৭(৬), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান}।

সবার জন্য শিক্ষা (Education For All) এখন একটি বিশ্বজনীন শ্লোগান। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে এটি দিবালোকের মত সত্য। প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনা করে বাংলাদেশ সরকার "২০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা" নীতিমালা গ্রহণ করেছে। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ (বেগম, ১৯৯২)ঃ

ক) To create educational opportunity for all the children eligible for enrollments in primary schools;

খ) To ensure their continuation in the primary level and stop drop out;

গ) To improve the quality of education.

**বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়**

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্যে সরকারী অনুমোদন এবং সরকারী নীতিমালার আওতায় থেকে যে প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হয় এবং এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা মূল সরকারী বেতনের ৮০% ভাতা পায় তাকে বে-সরকারী রেজিঃ প্রাপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় বলে। সরকারী বিধান অনুযায়ী বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করতে হলে স্থানীয় লোকদের উদ্যোগ নিতে হয়। বাংলাদেশ রেজিঃ এ্যাক্ট ১৯৬২ এবং এতদসংক্রান্ত সংশোধনী আইন ১৯৮৯ এর ৪(১) ধারা অনুযায়ী তথা প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের ৫/১১/১৯৯৬ইং তারিখের নং প্রগবি/প্রশা-৩/৫ আর ৯/৯৩/২৪৮ স্মারকে জারিকৃত নীতিমালার ৩(ঙ) উপধারা মোতাবেক বে-সরকারী পর্যায়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন ও চালু করার জন্য অনুমতি পেতে হলে নিম্নের শর্তাদি পূরণ করতে হবেঃ

(১) বিদ্যালয়টি কমপক্ষে ৩৩ শতাংশ জমির উপর হতে হবে;

(২) ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা সর্বনিম্ন ১৬০জন হতে হবে;

(৩) একজন বিজ্ঞানের শিক্ষকসহ চারজন শিক্ষক থাকতে হবে। এর মধ্যে দুইজন শিক্ষিকা থাকবে।

(৪) শিক্ষক নিয়োগের জন্য মেয়েদের ক্ষেত্রে এস, এস, সি ২য় বিভাগ এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে ডিগ্রীপাশ হতে হবে এবং ০১/০৭/১৯৯২ থেকে আইন অনুযায়ী সরকারী স্কুলের অনুরূপ হতে হবে।

**গবেষণা এলাকার বৈশিষ্ট্য**

পাংশা উপজেলা বাংলাদেশের অন্যতম বৃহত্তম একটি উপজেলা। পূর্বে এটি বৃহত্তর ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ছিল। বর্তমানে পাংশা রাজবাড়ী জেলার অন্তর্গত। পাংশা উপজেলা ২৩°৪৫' অক্ষাংশ এবং ৮৯°৩০' দ্রাঘিমাংশ অবস্থিত রাজবাড়ী জেলার উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত নদী বিধৌত এই উপজেলার সীমানা হল-উত্তরে ঐতিহ্যবাহী পাগলিনী পদ্মা নদী ও পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলা, পশ্চিমে কুষ্টিয়া জেলার খোকসা উপজেলা, দক্ষিণে গড়াই নদী এবং মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলা ও রাজবাড়ী জেলার বালিয়াকান্দি উপজেলা এবং পূর্বে রাজবাড়ী সদর উপজেলা অবস্থিত। মোট ১৭টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত পাংশা উপজেলার আয়তন ৪১৪.২৪ বর্গ কিলোমিটার। এ উপজেলার মাটির প্রকৃতি উঁচু-নিচু ও মাঝারী। বেলে, বেলে দোআঁশ, পলি দোআঁশ, এটেল, এটেল দোআঁশ ও কিছু অঞ্চলে উর্বর দোআঁশ মাটি বিদ্যমান। উপজেলার দক্ষিণ অঞ্চল নিচু ও ঢালু। আদ্রতার পরিমাণ ৭৭% থেকে ৮৭%। উপজেলায় গড় বৃষ্টিপাত ৭৭.৭ ইঞ্চি। পাংশা উপজেলার গড় উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ তেকে ৪৮ ফুট। এ উপজেলার গড় জলবায়ু সমভাবাপন্ন। শীতকাল শুষ্ক আরামপ্রদ এবং গ্রীষ্মকালে দক্ষিণপূর্ব মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। সর্বাধিক উষ্ণতা পরিলক্ষিত হয় এপ্রিল মাসে এবং সর্বাধিক শীত পরিলক্ষিত হয় জানুয়ারী মাসে।

সাহিত্য সংস্কৃতি এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভীড়ে পাংশায় রয়েছে একটি সমৃদ্ধ সৃজনশীল পারিপার্শ্বিকতা। কৃষ্টি ও সাহিত্য সমৃদ্ধ এ উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেছেন লব্ধ প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে অবহেলিত বাঙ্গালী মুসলমানদের পুনর্জাগরণের জন্য হাতে গোনা যে কয়জন সাহিত্য সেবীর পদচারণা আমরা খুঁজে পাই তাঁদের মধ্যে সুসাহিত্যিক এয়াকুব আলী চৌধুরী অন্যতম। এই ক্ষণজন্মা জ্ঞান তাপস ১৮৮৮ সালে এই উপজেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বিশ শতাব্দীর বিশ ও ত্রিশের দশকে ঢাকায় বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক কাজী আব্দুল ওদুদ পাংশার আর এক কৃতি সন্তান। এছাড়া আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের

আগমন ঘটেছে এই পাংশায়। তাই শিক্ষা ও সাহিত্যে পাংশা বরাবরই বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্বকারী একটি উপজেলা। পাংশা উপজেলা একটি রাজনৈতিক সচেতন এলাকা। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান থেকে শুরু করে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা সংগ্রামে পাংশাবাসীর ভূমিকা ছিল সক্রিয়। বর্তমানে পাংশার রাজনীতি দুটি প্রধান ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। ক্ষমতাসীন আওয়ামীলীগ এবং বিএনপি । বর্তমানে দলীয় কোন্দল ও রাজনৈতিক মল্লযুদ্ধ এখানের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পাংশা উপজেলার সার্বিক চিত্র পরিশিষ্ট-ক তে দেখানো হয়েছে।

## মতামত প্রদানকারীদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট

মতামত প্রদানকারীদের আর্থ সামাজিক প্রক্ষাপট বর্ণনায় যে বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে সেগুলো হলো তাদের বয়স, বৈবাহিক, অবস্থা শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশা।

ক) বয়সঃ মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ১৮-৩০ বছরের মধ্যে বয়স ১১ জনের, ৩০-৪২ বছর বয়সের মধ্যে ২৪জন, ৪২-৫৪ বছরের মধ্যে ২১জন, ৫৪-৬৬ বছর বয়সের মধ্যে ৩জন এবং ৬৬ উর্দ্ধ মাত্র ১জন, অর্থাৎ মধ্যবয়সী উত্তরদাতার সংখ্যা বেশি।

খ) বৈবাহিক অবস্থাঃ উত্তরদাতা ৬০ জনের মধ্যে ৫২জনই বিবাহিত এবং ৮জন অবিবাহিত। ৮জন অবিবাহিত উত্তর দাতার মধ্যে ৩জন উচ্চ শিক্ষিত মহিলা।

গ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ঃ গবেষণা কার্যক্রমে দেখা গেছে যে, অধিকাংশ মতামত প্রদানকারীই স্নাতক ডিগ্রীধারী। অর্থাৎ ৬০ জনের মধ্যে ২২জনই বি, এ, ডিগ্রী ধারী। ১১জন এম. এ. ডিগ্রীধারীর মধ্যে ৭জনই সরকারী কর্মকর্তা এবং উচ্চ শিক্ষিত মহিলা। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ১৩ জন এস, এস, সি পাশ যার মধ্যে ৫জন অভিভাবক, ৪জন স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং ৩জন স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি। উত্তরদাতার মধ্যে ৫জন এইচ. এস. সি পাশ এবং ৯ জনের কোন প্রাতিষ্ঠানিক ডিগ্রী নেই। এদের মধ্যে ৩জন অভিভাবক এবং ৩জন স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি,

২জন সদস্য এবং ১জন স্থানীয় রাজনৈতিক এলিট।

ঘ) পেশাঃ এই গবেষণা কর্মটি পরিচালনার জন্য যে ৬০ জনের মতামত গ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে চাকুরীজীবি ৩১জন। স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির ১০জন সভাপতির মধ্যে ৬জন চাকুরীজিবি, সদস্য ১০ জনের মধ্যে ৪জন চাকুরীজীবি, এবং অভিভাবক ১০ জনের মধ্যে ৪জন চাকুরীজীবি। উত্তর দাতাদের মধ্যে ১৩জন ব্যবসায়ী। এদের মধ্যে ৪জন রাজনৈতিক এলিট। স্থানীয় রাজনীতিবিদগণ ব্যবসার সাথে জড়িত। মতামত প্রদানকারীদের মধ্যে ১০ জন কৃষিজীবি যাদের মধ্যে ৬জনই অভিভাবক। সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে মতামত প্রদান কারীদের প্রায় সবাই স্বচ্ছল এবং সাবলম্বী।

## গবেষণার ফলাফল এবং বিশ্লেষণ

### বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উপযোগিতা

অর্থনীতিবিদদের ভাষায় উন্নয়নের জন্য শিক্ষা একটি শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। শিক্ষার এই যথাযথ গুরুত্বকে সামনে রেখে বর্তমানে বাংলাদেশে বে-সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের উপযোগিতা সম্পর্কে উত্তর দাতাদের সবাই ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। অর্থাৎ ৬০জন উত্তর দাতার ৬০জনই (১০০%) বে-সরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মান নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন।

### বেসরকারী রেজি: প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের কাঠামো পরিবর্তন

বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বর্তমানের কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অধিকাংশ উত্তরদাতাই অর্থাৎ ৪৯ জন ইতিবাচক মতামত পোষণ করেছেন। তাদের মতে, বর্তমান কাঠামো পরিবর্তন করা না হলে যে উদ্দেশ্যে স্কুলসমূহ প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সে উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। অপরদিকে ১১জন নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। তাদের মতে, যদি কাঠামো পরিবর্তন করতে হয় সবই সরকারী কাঠামোর আওতায় আনতেহবে যা বাস্তবে সম্ভব নয়। তবে যে গুলোর কার্যক্রম ভালো সেগুলো পর্যায়ক্রমে সরকারী কাঠামোর আওতায় আনা যেতে পারে (সারণী ৩)।

সারণী ৩। বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের কাঠামো পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা

| উত্তরদাতার শ্রেণী | উত্তরদাতার সংখ্যা | হ্যাঁ | না |
|---|---|---|---|
| উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা | ১০ | ৭ | ৩ |
| রাজনৈতিক এলিট | ৫ | ৩ | ২ |
| ব্যবসায়ী এলিট | ৫ | ৫ | - |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি | ১০ | ৯ | ১ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য | ১০ | ৮ | ২ |
| স্কুল শিক্ষক | ৫ | ৪ | ১ |
| উচ্চ শিক্ষিত মহিলা | ৫ | ৩ | ২ |
| অভিভাবক | ১০ | ১০ | - |
| মোট | ৬০ জন | ৪৯ জন | ১১ জন |

**শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মান**

রেজিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ প্রতিষ্ঠার পর বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষার পরিমাণগত ও গণগত মান বেড়েছে কি না এ বিষয়ে চমৎকার ধারণা পাওয়া গেছে। গুণগত মানের ক্ষেত্রে ৬০জন উত্তর দাতার মধ্যে ৫৭ জনই নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেণ (সারণী ৪)। অর্থাৎ এসব স্কুল প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষার গুণগত মান বাড়ছে না। অপরদিকে, পরিমাণগত মানের ক্ষেত্রে ৬০জনই ইতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ সবাই এ বিষয়ে একমত যে, এ সব স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে শিক্ষার পরিমাণগত মান বাড়ছে।

সারণী ৪। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান

| উত্তরদাতার শ্রেণী | উত্তারদাতার সংখ্যা | হ্যাঁ | না |
|---|---|---|---|
| উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা | ১০ | – | ৩ |
| রাজনৈতিক এলিট | ৫ | – | ২ |
| ব্যবসায়ী এলিট | ৫ | – | – |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি | ১০ | ১ | ১ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য | ১০ | ১ | ২ |
| স্কুল শিক্ষক | ৫ | ১ | ১ |
| উচ্চ শিক্ষিত মহিলা | ৫ | – | ২ |
| অভিভাবক | ১০ | – | |
| মোট | ৬০ জন | ৩ জন। | ৫৭ জন। |

## স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার

বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমার প্রশ্নে উত্তর দাতাদের ৪২জনই ইতিবাচক মতামত প্রদান করেছেন। তাদের মতে, এই সব স্কুল প্রতিষ্ঠার ফলে ব্যাপকভাবে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমেছে। অবশ্য ১৮জন এ বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। তাদের মতে, স্কুলগামী ছাত্র ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমছে না। মজার ব্যাপার হলো-উপজেলা শিক্ষা অফিসার এবং ২জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার এ বিষয়ে মতামত প্রদান করেছেন। তাদের মতে, এসব স্কুল প্রতিষ্ঠার পরও স্কুলগামী ছাত্র ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমছে না। উপজেলা শিক্ষা অফিসারের মতে এ উপজেলার ঝরে পড়ার হার ৩০% (সারণী-৫)।

সারণী ৫। স্কুলগামী ছাত্র/ছাত্রীদের ঝড়ে পড়ার হার কমছে কিনা

| উত্তরদাতার শ্রেণী | উত্তারদাতার সংখ্যা | হ্যাঁ | না |
|---|---|---|---|
| উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা | ১০ | ৭ | ৩ |
| রাজনৈতিক এলিট | ৫ | ৫ | – |
| ব্যবসায়ী এলিট | ৫ | ৪ | ১ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি | ১০ | ৭ | ৩ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য | ১০ | ৮ | ২ |
| স্কুল শিক্ষক | ৫ | ৩ | ২ |
| উচ্চ শিক্ষিত মহিলা | ৫ | ২ | ৩ |
| অভিভাবক | ১০ | ৬ | ৪ |
| মোট | ৬০ জন | ৪২ জন | ১৮জন |

**শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান**

বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহ পরিচালনা করার জন্য বিশেষ করে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে SMC বা স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ক্ষমতা প্রদান প্রসঙ্গে ৬০ জনের মধ্যে ৩২জনই ইতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন (সারণী ৬)। তাদের মতে, যেহেতু এ স্কুলসমূহ স্থানীয়ভাবে পরিচালনা করা হয় এবং বেতন ভাতা সরকারী স্কেলে নয় সেহেতু এসব স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে ক্ষমতা প্রদান করাই যুক্তিযুক্ত। অপরদিকে ২৮জন এ বিষয়ে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। তাদের মতে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটি স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে এ সব লোকজন স্কুলের শিক্ষক হচ্ছে বিধায় শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না।

সারণী ৬। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদানের যৌক্তিকতা

| উত্তরদাতার শ্রেণী | উত্তারদাতার সংখ্যা | হ্যাঁ | না |
|---|---|---|---|
| উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা | ১০ | ৪ | ৬ |
| রাজনৈতিক এলিট | ৫ | ২ | ৩ |
| ব্যবসায়ী এলিট | ৫ | ৩ | ২ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি | ১০ | ৯ | ১ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য | ১০ | ১০ | - |
| স্কুল শিক্ষক | ৫ | ২ | ৩ |
| উচ্চ শিক্ষিত মহিলা | ৫ | - | ৫ |
| অভিভাবক | ১০ | ২ | ৮ |
| মোট | ৬০ জন | ৩২ জন | ২৮ জন |

## SMC স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে সমস্যা

SMC গঠনে ৬০জন মতামত প্রদানকারীর প্রায় সবাই অর্থাৎ ৫১জন সমস্যার কথা উল্লেখ করেছেন (সারণী ৭)। তাদের মতে, SMC গঠন নিয়ে এলাকায় ব্যাপকভাবে গন্ডগোল সৃষ্টি হচ্ছে। রাজনৈতিক মতাদর্শ এবং ব্যক্তিগত রেষারেষীকেই সবাই এর জন্যে দায়ী করেছেন। দলাদলীর কারণে একই স্কুলের একাধিক SMC গঠন হয়েছে। ফলে স্কুল পরিচালনা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এদের মতে SMC গঠনে কঠোর সরকারী নীতিমালা থাকা অত্যাবশ্যক। মাত্র ৯জন মতামত প্রদানকারী বলেছেন SMC গঠনে কোন সমস্যা হয় না। সারণী-৭এ উত্তরদাতাদের মতামত দেখানো হলোঃ

সারণী ৭। SMC বা স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনে সমস্যা

| উত্তরদাতার শ্রেণী | উত্তরদাতার সংখ্যা | হ্যাঁ | না |
|---|---|---|---|
| উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা | ১০ | ১০ | – |
| রাজনৈতিক এলিট | ৫ | ৫ | – |
| ব্যবসায়ী এলিট | ৫ | ৫ | – |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি | ১০ | ৭ | ৩ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য | ১০ | ৭ | ৩ |
| স্কুল শিক্ষক | ৫ | ৫ | – |
| উচ্চ শিক্ষিত মহিলা | ৫ | ৫ | – |
| অভিভাবক | ১০ | ৭ | ৩ |
| মোট | ৬০ জন | ৫১ জন | ৯জন |

## শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি

বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সব উত্তরদাতাই একমত যে, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। ৫০ জন উত্তরদাতাই শিক্ষক নিয়োগ ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কথা বলেছেন (সারণী ৮)। তাদের মতে যোগ্যতাকে মোটেও প্রাধান্য দেয়া হয়না। সামাজিক প্রভাব ও প্রতিপত্তির অধিকারী বিত্তশালী অথবা জমিদাতার নিকটাত্মীয়রাই নিয়োগ পেয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে মোটা অংকের টাকা নিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়। টাকা লেনদেন বিষয়ে প্রায় সবাই একমত। এ কারণে সঠিক যোগ্যতা সম্পন্নদের মূল্যায়ন করা হয় না। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে সরকারী কর্মকর্তাদের মতামত হলো স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি মোটা অংকের টাকা নিয়ে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকে। আবার স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির মতামত হলো সরকারী কর্মকর্তারা তাদের প্রভাব খাটিয়ে, অবৈধভাবে ক্ষমতার ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক

নিয়োগের বিষয়টি সুরাহা করে থাকে। এক্ষেত্রে স্থানীয় ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক নেতারাও অনেকাংশে দায়ী বলে অভিভাবকরা মনে করেন। এছাড়া ৫জন শিক্ষকের মধ্যে ৪জনই টাকার বিনিময়ে নিয়োগ পেয়েছেন বলে মতামত জানিয়েছেন।

সারণী ৮। শিক্ষক নিয়োগ ক্ষেত্রে দুর্নীতি

| উত্তরদাতার শ্রেণী | উত্তরদাতার সংখ্যা | হ্যাঁ | না |
|---|---|---|---|
| উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা | ১০ | ১০ | – |
| রাজনৈতিক এলিট | ৫ | ৫ | – |
| ব্যবসায়ী এলিট | ৫ | ৫ | – |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি | ১০ | ৭ | ৩ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য | ১০ | ৭ | ৩ |
| স্কুল শিক্ষক | ৫ | ৪ | ১ |
| উচ্চ শিক্ষিত মহিলা | ৫ | ৫ | – |
| অভিভাবক | ১০ | ৭ | ৩ |
| মোট | ৬০ জন | ৫০ জন | ১০ জন |

## শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক যোগ্যতাকে বেশী প্রাধান্য দেয়া হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ২০জন উত্তরদাতার মতে অর্থনৈতিক কারণটি শিক্ষক নিয়োগ ক্ষেত্রে বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং ১৮ জনের মতে রাজনৈতিক কারণটি দায়ী। শিক্ষাগত যোগ্যতা বিষয়টির পক্ষে মাত্র ১৩ জন মতামত প্রদান করেছেন এবং ৯জন সামাজিক যোগ্যতাকে দায়ী করেছেন

সারণী ৯। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতা

| উত্তরদাতার শ্রেণী | সংখ্যা | যোগ্যতা | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | সামাজিক | রাজনৈতিক | অর্থনৈতিক | শিক্ষাগত |
| উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা | ১০ | ১ | ৩ | ৪ | ২ |
| রাজনৈতিক এলিট | ৫ | - | ৩ | ২ | - |
| ব্যবসায়ী এলিট | ৫ | - | ২ | ৩ | - |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি | ১০ | ২ | - | ৬ | ২ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য | ১০ | ২ | ৫ | - | ৩ |
| স্কুল শিক্ষক | ৫ | - | - | - | ৫ |
| উচ্চ শিক্ষিত মহিলা | ৫ | - | ৩ | ২ | - |
| অভিভাবক | ১০ | ৪ | ২ | ৩ | ১ |
| মোট | ৬০ জন | ৯ জন | ১৮ জন | ২০ জন | ১৩ জন |

## শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির বাস্তবায়ন

সরকারের গৃহীত শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির ব্যাপারে ২১জন উত্তরদাতাই নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেছেন। তাদের মতে ব্যাপক দুর্নীতিই এই কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায়। ২৬জন উত্তরদাতার মতে কর্মসূচি *মোটামুটি সন্তোষজনকভাবে* বাস্তবায়ন হচ্ছে এবং মাত্র ১৩জনের মতে খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচি *সন্তোষজনকভাবে* বাস্তবায়ন হচ্ছে (সারণী ১০)।

সারণী ১০। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচির বাস্তবায়ন

| উত্তরদাতার শ্রেণী | উত্তরদাতার সংখ্যা | সন্তোষজনক | মোটামুটি সন্তোষজনক | সন্তোষজনক নয় |
|---|---|---|---|---|
| উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা | ১০ | – | ৮ | ২ |
| রাজনৈতিক এলিট | ৫ | ২ | ১ | ২ |
| ব্যবসায়ী এলিট | ৫ | ২ | – | ৩ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি | ১০ | ৫ | – | ৫ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য | ১০ | ৪ | ৬ | – |
| স্কুল শিক্ষক | ৫ | – | ৪ | ১ |
| উচ্চ শিক্ষিত মহিলা | ৫ | – | ২ | ৩ |
| অভিভাবক | ১০ | – | ৫ | ৫ |
| মোট | ৬০ জন | ১৩ জন | ২৬ জন | ২১ জন |

**খাদ্য বিতরণে অনিয়ম বা দুর্নীতি**

গম বিতরণে দুর্নীতির প্রশ্নটি সরকারী কর্মকর্তারা কৌশলে এড়িয়ে গেলেও অধিকাংশ উত্তরদাতাই অর্থাৎ ৩৯জন অনিয়ম বা দুর্নীতির কথা বলেছেন। অনেকের মতে গম বিতরণে দুর্নীতি Open secrect. সব কিছু জেনেও সবাই নীরব। অধিকাংশ খাদ্য সহায়তা প্রাপ্ত স্কুলেই প্রধান শিক্ষক ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য এবং ডিলারদের সমন্বয়ে প্রশাসনের সহযোগিতায় False card দেখিয়ে গম আত্মসাৎ করছে। এ বিষয়ে উপজেলার সেন গ্রাম পাড়া রেজিঃ বেসরকারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক [illegible] False card দেখিয়ে গম

আত্মসাৎ করছিলেন। পরবর্তীতে বিষয়টি প্রশাসনের উপর মহলে দৃষ্টি গোচর হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের ২৮,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। গম বিতরণে দুর্নীতির প্রশ্নে ২১জন উত্তরদাতা তাদের মতামত ব্যক্ত করেন যে, এ বিষয়ে দুর্নীতি বা অনিয়ম হয় না (সারণী ১১)।

সারণী ১১। খাদ্য/গম বিতরণে অনিয়ম বা দুর্নীতি

| উত্তরদাতার শ্রেণী | উত্তারদাতার সংখ্যা | হ্যাঁ | না |
|---|---|---|---|
| উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা | ১০ | ৩ | ৭ |
| রাজনৈতিক এলিট | ৫ | ৪ | ১ |
| ব্যবসায়ী এলিট | ৫ | ৩ | ২ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি | ১০ | ৭ | ৩ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য | ১০ | ৬ | ৪ |
| স্কুল শিক্ষক | ৫ | ৪ | ১ |
| উচ্চ শিক্ষিত মহিলা | ৫ | ৩ | ২ |
| অভিভাবক | ১০ | ৯ | ১ |
| মোট | ৬০ জন | ৩৯ জন | ২১ জন |

**ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন**

স্কুলসমূহের SMC গঠন প্রসঙ্গে অধিকাংশ অর্থাৎ ৩০ জনের মতে প্রভাব ও প্রতিপত্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা অগণতান্ত্রিক। ২৭জন উত্তর দাতার মতে ভোটের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হয় (সারণী ১২)।

### সারণী ১২। ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন

| উত্তরদাতার শ্রেণী | উত্তরদাতার সংখ্যা | ভোটের মাধ্যমে | প্রভাব | জানা নেই |
|---|---|---|---|---|
| উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা | ১০ | ৫ | ২ | ৩ |
| রাজনৈতিক এলিট | ৫ | ১ | ৪ | – |
| ব্যবসায়ী এলিট | ৫. | ২ | ৩ | – |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি | ১০ | ১০ | – | – |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য | ১০ | ৫ | ৫ | – |
| স্কুল শিক্ষক | ৫ | ১ | ৪ | – |
| উচ্চ শিক্ষিত মহিলা | ৫ | ১ | ৪ | – |
| অভিভাবক | ১০ | ২ | ৮ | – |
| মোট | ৬০ জন | ২৭ জন | ৩০ জন | ৩ জন |

**গম ডিলারদের মাধ্যমে অথবা SMCএর মাধ্যমে বিতরণ**

খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচির শুরুতেই ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থাৎ সুবিধাভোগীদের মাঝে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং SMC-এর সভাপতির মাধ্যমে গম বিতরণ করা হতো। কিন্তু পরবর্তীতে সরকার ডিলার নিয়োগ করে সুবিধাভোগীদের মাঝে গম বিতরণ করছে। ৬০জন উত্তরদাতার মধ্যে ৩৮ জনই পূর্বের মাধ্যমে অর্থাৎ SMC-এর মাধ্যমে গম বিতরণের পক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে SMC-র সভাপতি, সদস্যরা, অভিভাবকরা প্রায় সবাই একমত যে, পূর্বের মাধ্যমে গম বিতরণ যুক্তিযুক্ত ছিল। তাদের মতে, ডিলাররা সুষ্ঠুভাবে গম বিতরণ করছে না। অনেক সময় ডিলাররা গম বিক্রি করে সুবিধাভোগীদের কম হারে ...কা দেয় অথবা কম পরিমাণে গম দেয় আবার অনেক ক্ষেত্রে growth ... খাদ্য বিতরণ না করে ডিলাররা নিজেদের বাড়ী হতে গম বিতরণ ... অভিভাবকদের সমস্যা হচ্ছে। অপরপক্ষে ২২জন উত্তরদাতা গম

বিতরণে বর্তমান পদ্ধতির পক্ষে মতামত দেন। তাদের যুক্তি হলো, গম বিতরণের বিষয়টি শিক্ষকদের হাতে থাকলে অনেক সময় নষ্ট হবে এবং শিক্ষাদান কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হবে (সারণী ১৩)।

**সারণী ১৩। গম বিতরণে পূর্বের না বর্তমান মাধ্যম কার্যকরী**

| উত্তরদাতার শ্রেণী | উত্তারদাতার সংখ্যা | পূর্বের মাধ্যম | বর্তমান মাধ্যম |
|---|---|---|---|
| উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা | ১০ | ৪ | ৬ |
| রাজনৈতিক এলিট | ৫ | ৩ | ২ |
| ব্যবসায়ী এলিট | ৫ | ১ | ৪ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি | ১০ | ৯ | ১ |
| স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য | ১০ | ৮ | ২ |
| স্কুল শিক্ষক | ৫ | ৩ | ২ |
| উচ্চ শিক্ষিত মহিলা | ৫ | - | ৫ |
| অভিভাবক | ১০ | ১০ | - |
| মোট | ৬০ জন | ৩৮ জন | ২২ জন |

**সাধারণ পর্যবেক্ষণঃ বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যা**

দেশের সকল শিশুর জন্য যথোপযুক্ত মানের প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কিন্তু এ দায়িত্ব এত বিশাল যে, দেশের সকল নাগরিক এবং সকল সরকারী, বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতা ছাড়া শুধুমাত্র রাষ্ট্রের পক্ষে এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করা দুঃসাধ্য। প্রাথমিক শিক্ষা হল উচ্চতর শিক্ষার ভিত্তি। আর এই ভিত্তি যদি দুর্বল হয় তাহলে কোন জাতিই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে না। আমাদের প্রাথমিক শিক্ষার ভিত খুবই নড়বড়ে। আর দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় একটি চরম অবহেলিত অধ্যায়। বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলোঃ

(ক) কম বেতন, মর্যাদার অভাব ও অনুন্নত কর্ম পরিবেশ বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মাঝে বিরাজ করছে এক ধরনের হতাশা ও ক্ষোভ। এ সব স্কুলের শিক্ষকদের জন্যে বেতন কাঠামো বা নীতিমালা নেই। অনিয়মিতভাবে বেতন প্রাপ্তির বিষয়টিও হতাশার অন্যতম প্রধান কারণ। সুনির্দিষ্ট বেতন কাঠামোর অভাবে শিক্ষকরা অনেক ক্ষেত্রে লেখাপড়ার কাজে মনোযোগী হতে পারে না। চাকুরীর পাশাপাশি জীবন ধারণের জন্য অন্যান্য কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে বাধ্য হয়, ফলে শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

(খ) শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে একতরফাভাবে SMCকে ক্ষমতা প্রদান করার ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতার বিষয়টি প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। মোটা অংকের টাকা অনুদান গ্রহণ করে অমেধাবী, অযোগ্য লোকদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। অন্যদিকে সামাজিক এবং রাজনৈতিক চাপের মুখে সব সময়ই অযোগ্য প্রার্থীদের এসব স্কুলে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যতো বাস্তবায়ন হচ্ছেই না বরং শিক্ষার সামগ্রিক পরিবেশ কলুষিত হচ্ছে এবং ছাত্র-ছাত্রীরা প্রয়োজনীয় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝেও বিরাজ করছে চরম হতাশা। গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামোর সাথে এসব স্কুলের শিক্ষকরা সরাসরি জড়িত। এরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী অথবা মহিলা শিক্ষকরা স্থানীয় রাজনৈতিক প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্ত্রী, অথবা মেয়ে,ফলে এরা শিক্ষার কাজে যতটা না সময় ব্যয় করে তার চেয়ে বেশী ব্যয় করে ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে।

(গ) বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের SMCকে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণের ফলে শিক্ষার পরিবেশ সামগ্রিকভাবে হুমকির মুখে। SMC গঠনের সময় এলাকার মানুষদের মাঝে বিরোধের সৃষ্টি হয় যা স্কুলের সামগ্রিক অবস্থাকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। অনেক বেসরকারী রেজিঃ স্কুলের একাধিক SMC রয়েছে। স্থানীয় মানুষদের দলাদলির কারণে অনেক স্কুলের কার্যক্রম স্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। দলাদলির কারণে SMC গঠনের যে নীতিমালা আছে তা প্রায় সময়ই মানা হয় না। এলাকার

রাজনৈতিক প্রভাবশালীদের আস্থাভাজন লোকেরা এসব স্কুলের ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করছে। ফলে এসব স্কুলের শিক্ষার গুণগত মান বাড়ছেনা।

(ঘ) বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষকদের কোন পদোন্নতি নেই। পদোন্নতির ব্যবস্থা না থাকায় শিক্ষকরা Motivated হচ্ছে না। পড়াশুনা করানোর আগ্রহ তাঁরা হারিয়ে ফেলছেন। অনেকে এ চাকুরীটাকে Transition period মনে করে অন্য চাকুরী খোঁজতে থাকে বিধায় স্কুলে তারা খুবই অনিয়মিত হন ফলে পাঠদান কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়।

(ঙ) শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত। অথচ বাস্তবে এর কোন প্রতিফলন ঘটছেনা। এক সময় শিক্ষক এবং SMC-র সদস্যরা মিলে স্কুলের গম আত্মসাৎ করত। ভুয়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দেখিয়ে সরকারী গম বছরের পর বছর আত্মসাৎ করেছে। বর্তমানে সরকার ডিলার নিয়োগ দিয়েছে গম বিতরণের জন্য। ডিলাররা গোডাউন থেকেই গম বিক্রি করে দিয়ে শিক্ষকদের সহায়তায় অর্থ আত্মসাৎ করছে। অনেক ক্ষেত্রে গম দিলেও কম পরিমাণ গম দেয়া হয়। এরকম দুর্নীতিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শিক্ষকরা জড়িত। আর শিক্ষক সমাজ যখন দুর্নীতিগ্রস্ত তখন শিক্ষা কার্যক্রমের মান কি হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

(চ) ভৌত অবকাঠামোর অভাব বেসরকারী স্কুলসমূহের একটি নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। পর্যাপ্ত পরিমাণে চেয়ার টেবিল এবং অন্যান্য জিনিসপত্রের অভাবে শিক্ষাদান পাঠে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশী হওয়ায় জায়গার সংকুলান হয় না বিধায় ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং অনেকে ঝরে পড়ছে (drop out)। অনেক স্কুল বিল্ডিং না হওয়ায় স্কুলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র শিক্ষকদের বাসায় থাকে এবং প্রায়ই এসব গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র হারিয়ে যায় বলে শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন।

(ছ) বেসরকারী স্কুলসমূহের শিক্ষকরা নিয়মিত স্কুলে আসেন না। নিজেদের সুযোগ সুবিধামত তারা স্কুলে আসেন এবং মজার ব্যাপার হলো, সপ্তাহে

কে কোন দিন আসবেন সেটা সবাই মিলে আগে থেকেই ঠিক করে নেন। এ ক্ষেত্রে উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তারাও দায়ী। তারা উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে এসব শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন না। পক্ষান্তরে, তাদের সাথেই কর্মকর্তাদের দহরম মহরম সম্পর্ক বিরাজ করছে। শিক্ষকদের কাজ নিয়মিত তদারকি করা, বিদ্যালয় পরিদর্শন করা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাজ কিন্তু এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্বহীনতা, অবহেলা এবং দুর্নীতি সর্বজন স্বীকৃত। অনেক স্কুল বছরে একবারও পরিদর্শন করা হয়না। এসব স্কুলের চিত্র সাংঘাতিক পীড়াদায়ক। শুধুমাত্র কাগজে কলমে এদেঁর অস্তিত্ব আছে। গোপন লেনদেনের মাধ্যমে সকল কার্যক্রম পরিচালনা হয়। ফলে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হচ্ছে না বরং সরকারের বড় অংকের টাকার কোন Positive output আসছে না।

(জ) গবেষণা কর্মটি পরিচালনার সময় প্রায় সব শিক্ষকের কাছে থেকে একটি Common অভিযোগ পাওয়া গেছে তা হলো বর্তমানে সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার নীতিমালা অনুযায়ী শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রমের চেয়ে দাপ্তরিক কার্যক্রম বেশী করতে হয় বিধায় স্কুলে পড়াশুনার পরিবেশ মারাত্মকভাবে ব্যহত হচ্ছে। গণসাক্ষরতা, টিকাদান কর্মসূচি, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, শিশু জরিপ, বয়স্ক শিক্ষা, বছরব্যাপি নানা ধরনের জরিপ ইত্যাদি কাজে শিক্ষকদের ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে মূল উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না অন্যদিকে শিক্ষকরা মূল কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। এক কথায় বলা যায় প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা বর্তমানে শিক্ষক না হয়ে সরকারের মাঠকর্মী হিসাবে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

(ঝ) উপজেলা পর্যায়ে সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রশাসনিক ব্যক্তিটি হলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। শিক্ষা অফিসের শিক্ষা সংক্রান্ত সকল কমিটির সভাপতি হলেন তিনি। আমাদের দেশে প্রশাসনিক দুর্নীতি বিষয়টি Open secret জেনেও না জানার ভাণ করছে সবাই। বেসরকারী স্কুলের শিক্ষকরা অধিকাংশই স্থানীয় রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মী, বিধায় কর্তা ব্যক্তির সাথে এদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। ফলে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সদিচ্ছা থাকলেও দুর্নীতিবাজ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন

শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারেন না। ফলশ্রুতিতে শিক্ষা অফিসার এবং UNO-এর মাঝে প্রায়ই দ্বন্দ্ব দেখা দেয় যা সার্বিক শিক্ষার পরিবেশকে ধ্বংস করছে।

(ঞ) প্রতিটি উপজেলায় বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের সমিতি রয়েছে। এই সমিতি Pressure Group হিসাবে কাজ করছে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকার্যক্রম ধ্বংস হওয়ার জন্য এই সমিতি অনেকাংশেই দায়ী বলে অনেকে মনে করেন। স্থানীয় পর্যায়ে সমিতির সভাপতি ও অন্যান্য সদস্যরা বেশ প্রভাবশালী। শিক্ষক এবং শিক্ষা অফিসের উপর সব সময়ই এরা স্থানীয়ভাবে প্রভাব খাটিয়ে থাকে। ফলে শিক্ষা অফিসার ঠিকমত কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারেন না এবং দুর্নীতিগ্রস্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতেও পারেন না।

এগুলো ছাড়াও আরো কিছু সাধারণ সমস্যা বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পড়াশুনার পরিবেশ বিঘ্নিত করছে। যেমন, শিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের অভাব, প্রতিকূল পরিবেশ, ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাদান পদ্ধতি, প্রবীণ ও নবীন শিক্ষকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, যাতায়াতের অসুবিধা ইত্যাদি সমস্যা সমূহ আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের প্রতিটি শিক্ষিত ও সচেতন নাগকির সব সময়ই দেশের প্রত্যেকটি শিশুর জন্য আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় কামনা করছেন। শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে যতগুলো কমিটি ও কমিশন গঠিত হয়েছে তার প্রত্যেকটি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও সর্বজনীনতার জন্য বহু মূল্যবান সুপারিশ রেখেছে। কিন্তু সার্বিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ব্যাপক ও বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণের অভাবে দেশের প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির পরিবর্তে ক্রমাবনতিই ঘটছে দিন দিন। এ জন্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন শাখায় নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গ পরস্পর পরস্পরকে দায়ী করছেন। নোংরা রাজনীতির যাতাকলে প্রাথমিক শিক্ষা আজ হুমকির মুখে। দ্বী-মুখী শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে এ নিয়ে সমাজের প্রভাবশালী বা উচ্চবিত্তদের মাথা ব্যাথা নেই। সবদিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সাধারণ মানুষ এবং আমাদের দেশ।

## সুপারিশমালা

শিক্ষার অগ্রগতির জন্য প্রয়োজন সফল শিক্ষার ভিত হিসাবে প্রাথমিক শিক্ষার মনোন্নয়ন। প্রাথমিক শিক্ষার বৃহৎ অংশ হিসাবে বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নানাবিধ সমস্যার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে। শিক্ষার গুণগত ও পরিমাণগত মনোন্নয়ন ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা, শিক্ষক ও সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিবর্গের সচেতনতা ও সহযোগিতা, বিশেষ করে সরকারের সুদৃষ্টি এবং সঠিক নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার সর্বত্র সমতা আনয়ন প্রয়োজন। বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের বিরাজমান সমস্যা সমাধানের জন্য নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলোঃ

১) আকর্ষণীয় ও সমতাভিত্তিক বেতন কাঠামো তৈরী;

২) স্কুল সমূহের ভৌত অবকাঠামো এবং অন্যতন্য সুযোগ সুবিধাদি বাড়ানো;

৩) শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে SMC-র সর্বোচ্চ ক্ষমতার বিষয়টি Redesign করে এ ক্ষেত্রে সরকারী নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ;

৪) দক্ষ, সৎ ও যোগ্য শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে;

৫) বাস্তবভিত্তিক, শিশুদের জীবনের সাথে সংঙ্গতিপূর্ণ পাঠ্যসূচী তৈরী করতে হবে যাতে শিশুদের আগ্রহ বাড়বে এবং নৈতিক শিক্ষা দেয়া সম্ভব হবে;

৬) বেসরকারী শিক্ষকদের পদোন্নতির নীতিমালা তৈরী করতে হবে এবং নীতিমালা অনুযায়ী পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে;

৭) শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য কঠোরভাবে সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গমের পরিবর্তে টাকা দেয়া যেতে পারে যা ব্যাংকের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের প্রদান করা যেতে পারে;

৮) সরকারী কর্মকর্তাদের স্কুল পরিদর্শন নিয়মিত করতে হবে এবং শিক্ষকদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য কর্মকর্তাদের আরো তৎপর হতে হবে। পাশাপাশি নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকার বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে;

৯) শিক্ষকদের শিক্ষা কার্যক্রম ছাড়া অন্যান্য সব সরকারী কার্যক্রম হতে বিরত রাখতে হবে;

১০) উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকেও নিয়মিত উপজেলা শিক্ষা অফিস পরিদর্শন করতে হবে;

১১) প্রচলিত বৈষম্যনীতি পরিহার করে সমন্বিত শিক্ষা নীতি গ্রহণ করতে হবে;

১২) স্কুল ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলমুখী করে তোলার জন্য নিয়মিতভাবে শিক্ষকদের Home Visit করতে হবে;

১৩) প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত ও পরিমণগত্ মান নিশ্চিত করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং SMCর সভাপতি ও সদস্যদের রাজনীতিমুক্ত থাকতে হবে। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের স্কুল শিক্ষক নিয়োগ এবং SMCর সদস্য নির্বাচিত করা যাবে না।

পরিশেষে, দৈনিক জনকণ্ঠের (১০.০৫.২০০০ইং তারিখের সম্পাদকীয় কলাম) ভাষায় বলতে হয়, সেই নিশি বাবুর মত শিক্ষক আজ কজন আছেন যিনি শুধু আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা নিয়ে পড়ানই না, ছাত্রদের জ্ঞান করতেন সন্তান তুল্য। ঝড়, বৃষ্টি-যাই হোক কখনো যার স্কুল কামাই নাই। নিশি বাবুর অংক ও ইংরেজীর জ্ঞানের পরিধি নিয়ে পাঁচ গাঁয়ের লোকের মুখে শ্রদ্ধাপূর্ণ গল্প চালু আছে। নিশি বাবু শিক্ষকতাকে এমন ব্রত হিসাবে নিয়েছিলেন যে, চাকুরী থেকে অবসর নেওয়ার পরও পড়ানোর কাজ শেষ হয় না। আবার যে ছেলে, যে মেয়ে খালি পায়ে, উদোম গায়ে ঘুরে বেড়ায়, পাতা কুড়ায়, শহরে ভদ্র লোকদের বাজারের মোট বয়ে দু-চার টাকা আয় করে, পরিবারের টিকে থাকার লড়াইয়ে বাপ মায়ের সঙ্গী হয়, তাকে স্কুলের পোষাক পরিয়ে তার হাতে স্কুলের বই তুলে দিয়ে, বাধ্যতামুলক প্রাথমিক শিক্ষার রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার পালন করতে যে সরকার প্রয়োজন সেই সরকার কোথায়? সরকারের এই মৌলিক প্রয়োজন/সীমাবদ্ধতা সরকার নিজেও জানেনা। রবীন্দ্রনাথের সাথে তাল মিলিয়ে বলা যেতে পারে- "দেশের লোককে শিশুকাল হতে মানুষ করবার সদুপায়ে যদি নিজে উদ্ভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্ব প্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব, অন্নে মরিব, স্বাস্থ্যে মরিব, চরিত্রে মরিব ইহা নিশ্চয়"।

## পরিশিষ্ট-ক

## এক নজরে পাংশা উপজেলার চিত্র

- উপজেলার আয়তন : ৪১৪.২৪ বর্গ কিলোমিটার বা ১৫৯.৭৫২ বর্গ মাইল
- লোকসংখ্যা : ৩,১৬,৭৫২ জন
- পুরুষ : ১,৬৪,০১৪ জন
- মহিলা : ১,৫২,৭৩৮জন
- লোকসংখ্যার ঘনত্ব : প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৬৫জন
- শিক্ষার হার : ৪৮%
- মোট মৌজার সংখ্যা : ৩৪৬টি
- মোট গ্রামের সংখ্যা : ৩৫৩টি
- ইউনিয়নের সংখ্যা : ১৭টি
- ইউনিয়ন ভূমি অফিস : ১৭টি
- পৌরসভা : ১টি
- পৌরসভার আয়তন : ১২.৫৪ বর্গ কিলোমিটার।
- নদী : পদ্মা, গড়াই, চন্দনা
- মোট ভোটার সংখ্যা : ২৫২,৩২৯ জন।
- পুরুষ ভোটার : ১,৬৪,০৯৪ জন
- মহিলা ভোটার : ৮৮,২৩৫জন
- উপজাতীয় জনগোষ্ঠী : বাগদী
- উপজাতীয়দের ধর্ম : হিন্দু ধর্ম
- উপজাতীয়দের সংখ্যা : ৫২০জন
- পরগনা : নসরতশাহী
- <u>শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ</u>
- বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ : ১টি

- মহাবিদ্যালয় ঃ ১০টি
- বালক উচ্চ বিদ্যালয় ঃ ২৭টি
- বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ঃ ৫টি
- নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল ঃ ১৬টি
- সিনিয়র মাদ্রাসা ঃ ৯টি
- দাখিল মাদ্রাসা ঃ ১৭টি
- সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৯৬টি
- বেসরকারী রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ৭২টি
- আন রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় ঃ ১১টি
- স্যাটালাইট বিদ্যালয় ঃ ১৩টি
- কমিউনিটি স্কুল ঃ ৬টি
- এবতেদায়ী মাদ্রাসা ঃ ৫টি
- কলেজিয়েট স্কুল ঃ ১টি
- ব্র্যাক স্কুলের সংখ্যা ঃ ৪৪টি
- গণ শিক্ষা কেন্দ্র ঃ ১টি
- দূর শিক্ষণ কেন্দ্র ঃ ১টি
- <u>স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ</u>
- আধুনিক হেলথ কমপ্লেক্স ঃ ১টি
- প্রাইভেট ক্লিনিক ঃ ১টি
- ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র ঃ ৯টি
- ইউনিয়ন পরিবার কমপ্লেক্স ঃ ৮টি
- <u>সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানঃ</u>
- শিল্পকলা একাডেমী ঃ পাংশা
- মধু সরদার ললিত কলা একাডেমী ঃ মৃগী

- ❑ কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার মেলার শাখা সংগঠন ঃ ১টি
- ❑ কেন্দ্রীয় খেলার ঘর আসর এর শাখা সংগঠন ঃ ১টি
- ❑ পত্র পত্রিকাঃ ২টি
- ❑ পদ্মাবার্তা ঃ সাপ্তাহিক পত্রিকা
- ❑ পাংশা বার্তা ঃ সাপ্তাহিক পত্রিকা
- ❑ সাহিত্য পত্রিকা ঃ ৩টি
- ❑ সাহিত্য শিখা ঃ ১টি
- ❑ মহুয়া ১টি
- ❑ পূরবী ঃ ১টি
- ❑ <u>যোগাযোগ ব্যবস্থা ঃ</u>
- ❑ পাকা সড়ক ঃ ১০০ কিলোমিটার
- ❑ কাঁচা সড়ক ঃ ৪৪০ কিলোমিটার
- ❑ রেল সড়ক ঃ ২৬ কিলোমিটার
- ❑ ব্রীজ ঃ ৭৫টি
- ❑ রেলষ্টেশন ঃ ৩টি
- ❑ কালভার্ট ঃ ১৭৫টি
- ❑ হাট বাজার ঃ ২৪টি
- ❑ জল মহাল ঃ ১৪টি
- ❑ ফেরীঘাট ঃ ৪টি
- ❑ বালুমহাল ঃ ১টি
- ❑ ডাকঘর ঃ ২৫টি
- ❑ সোনালী ব্যাংক ঃ ৪টি
- ❑ কৃষি ব্যাংক ঃ ৬টি
- ❑ অগ্রনী ব্যাংক ঃ ১টি

- আনছার ভিডিপি ব্যাংক ঃ ১টি
- গ্রামীণ ব্যাংক ঃ ১টি
- সিনেমা হল ঃ ৩টি
- হ্যালিপ্যাড ঃ ১টি
- আদর্শ গ্রাম ঃ ২টি
- উপজীবিকা কৃষি ঃ ৮০ ভাগ কৃষিজীবি
- ব্যবসায়ী ও চাকুরীজীবি ঃ ২০ ভাগ

সূত্র ঃ উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও শিক্ষা অফিসার কার্য্যালয়।

- উপজেলার খাস জমি ঃ ১,৬৯১.৮৩ একর
- অর্পিত সম্পত্তি ঃ ১৩৩০৫ একর
- অনাবাদী জমি ঃ ৫০ হেক্টর
- ফসলি জমির পরিমাণ ঃ ৬,০৮,৪৫ হেক্টর
- সেচ আওতাভুক্ত এলাকা ঃ ১০,২৫০ হেক্টর
- পাওয়ার পাম্পের অধীন জমির পরিমাণ ঃ ৩৭ হেক্টর
- কৃষি ব্লকের সংখ্যা ঃ ৬৭টি
- অগভীর নলকূপ ঃ ১৮৮০টি
- গভীর নলকূপ ঃ ১০৬টি ৫৬টি চালু আছে
- শস্যের নিবিরতা ঃ ২০৩.১২%
- হস্ত চালিত/পা চালিত নলকূপ ঃ ৬৫টি
- পাওয়ার টিলার ঃ ৩২০টি
- ট্রাকটর ঃ ২টি

সুত্র ঃ উপজেলা কৃষি তথ্য অফিস।

## তথ্য নির্দেশিকা

1. Begum, Kamrunnesa (1992) Universal Primary Education and Women Expectations and Constraints, in Asfia Duza and others (ed), Education and Gendre Equity: Bangladesh, Women for Women, 1-10.

2. Smith, A (1957) The Wealth of Nations London : J. M. Dont and sons Quoted by Alexander V. Alex 1983 in his book Human Capital Approach to ,Economic Development, Delhi; Metropolition.

3. The World Book of Encyclopedia, Volume-E,p-84.

৪। আহসান, সৈয়দ আলী (১৯৯৭), শিক্ষার আদর্শ। শিক্ষা সেমিনার পেপার, ঢাকা।

৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বংলাদেশ সরকার (১৯৮৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (১৯৮৮ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত সংশোধিত)। ঢাকা : আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়।

৬। দৈনিক জনকণ্ঠ, ১০.০৫.২০০০ (সম্পাদকীয়), ঢাকা।

৭। লোকমান, মোহাম্মদ, (১৯৯২)। মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, পৃ-৪।

৮। সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল (২য় খন্ড)। সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (আই, ডি, এ) প্রকল্প, প্রাথমিক শিক্ষা পরিদপ্তর/শিক্ষা মন্ত্রনালয়, ঢাকা বাংলাদেশ, পৃ-২৯।